

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

গারানীক কাহিনী قصة الغرانيق) রামাযান ৫ম নববী বর্ষ)

এটি একটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কাহিনী। যদিও প্রাচ্যবিদ ফুইক, মূর, ওয়াট প্রমুখদের কাছে এটি একটি লোভনীয় কাহিনী। ঘটনা এই যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা চত্বরে সরবে সূরা নাজম পাঠ করেন। সূরার শেষে তিনি সিজদা করেন। তখন উপস্থিত মুসলিম-মুশরিক সবাই সিজদায় পড়ে যায়। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এটিই ছিল প্রথম সূরা যাতে সিজদা করা হয় (অর্থাৎ সিজদায়ে তেলাওয়াত)। আমি দেখলাম যে, একজন ব্যক্তি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাতে সিজদা করল এবং বলল, আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। আমি তাকে পরে কাফের অবস্থায় (বদর যুদ্ধে) নিহত হ'তে দেখেছি। ঐ ব্যক্তি হ'ল উমাইয়া বিন খালাফ।[1] কাফিরদের সিজদা করার উক্ত ঘটনা সত্য এবং এটি ছিল নিঃসন্দেহে সূরা নাজমের অশ্রুতপূর্ব আসমানী খবর ও অনন্য সাধারণ ভাষালংকারের অপূর্ব দ্যোতনার বাস্তব ফলশ্রুতি। ভাষাগর্বী নেতারা যার সামনে অবচেতনভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়ে ও নবীর সাথে সাথে নিজেরাও সিজদায় পড়ে যায়। কারণ উক্ত সূরার শেষ আয়াতটি ছিল, الله وَاعْبُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا لِللَّهِ وَاعْبُدُوا لِللَّهِ وَاعْبُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا لِكَ وَاعْبُدُوا لِكَ وَاعْبُدُوا لِكَ وَاعْبُدُوا لِكَ وَالْعَالَةُ وَالْعَا

উক্ত ঘটনায় কাফের নেতারা নিজেদের মুখরক্ষার জন্য গারানীক কাহিনী ছড়িয়ে দেয়। আর তা হ'ল এই যে, সূরার ১৯ ও ২০ আয়াতে বর্ণিত, وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ النَّالَةَ النَّالِثَةَ النَّالُولُولُ النَّالُولُ الْمُولَالِ الْمُعْرَالِيقُ اللَّهُ الْمُعْرَالِيقُ اللَّهُ الْمُولِيقِ الْمُلْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِيقِ الْمُلْلِقِ الْمُؤْلِلِيقِ الْمُلْلِقِ الْمُلْلِقِ الْمُلْلِقِ الْمُلْلِقِ الْمُلْلِقِ الْمُلْلِقِ الْمُلْلِقِ اللَّهُ الْمُلْلِقِ الْمُلْلِقِ الْمُلْلِقِ الْمُلْلِقِ الْمُلْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِقِ اللَّهُ الْمُلْلِقِ اللَّهُ الللْمُعُلِيّةُ الللْمُعُلِي الللْمُعُلِي الللْمُعُلِي الللْمُعُلِي الللْمُعُلِ

لْغَرَانِيق، غُرُانِق، غُرُانِق، غُرُانِق، غُرُانِق، غُرُانِق عُرُانِق الْغَرَانِيق الْغَرَانِيق عُرُانِق الْغَرَانِيق عُرُانِق الْغَرَانِيق عُرُانِق الْغَرَانِيق عُرُانِق الْغَرَانِيق عُرُانِق الله वला হয়। কাফেরদের ধারণা ছিল যে, সাদা পোষাকধারী মানুষের বেশ ধরে কোন জিন বা ফেরেশতা এসে মুহাম্মাদকে কুরআনের আয়াত নাযিল করত (কুরতুবী) এবং তাঁকে তাঁর পিতৃধর্ম থেকে বিচ্যুত করত। ফেরেশতাদেরকে তারা আল্লাহর কন্যা বলত ও তাদের উপাস্য মানত (ইসরা ১৭/৪০)।

কথাটি হাবশায় হিজরতকারীদের কানে পৌঁছে যায়। ফলে তাদের ধারণা হয় যে, মুশরিকদের সাথে আপোষ হয়ে গেছে। এখন থেকে মুসলমানরা মক্কায় নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) সহ অনেকে মক্কায় ফিরে আসেন।

অথচ মূল কারণ ছিল ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব-এর ইসলাম কবুলের ঘটনা এবং তার ফলে মুসলমানদের প্রকাশ্যে কা'বায় ছালাত আদায়ের খবর। এতেই হাবশার মুহাজির মুসলমানেরা ধারণা করেছিল যে, মক্কা এখন নিরাপদ হয়ে গেছে'।[3]



উল্লেখ্য যে, উচ্চ অলংকার সমৃদ্ধ কোন বক্তব্য বা কবিতা শুনে তার প্রতি সম্মানের সিজদা করা জাহেলী যুগে ও ইসলামী যুগে আরবদের রীতি ছিল। যেমন বিখ্যাত উমাইয়া কবি ফারাযদাক্ক (৩৮-১১০ হি.) জাহেলী কবি লাবীদ বিন রাবী'আহু (মৃ. ৪১ হি.) দীর্ঘ কবিতা মু'আল্লাকার ৮ম লাইনটি পড়ে সিজদায় পড়ে গিয়েছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, سَجْدَةَ الْقُرُآنِ وَأَنَا أَعْلَمُ سَجْدَةَ الشِّعْرِ 'তোমরা কুরআনের সিজদা জানো। আর আমি কবিতার সিজদা ভাল করে জানি'। লাইনটি ছিল, وَجُلاَ السُّيُوْلُ عَنِ الطُّلُوْلِ كَأَنَّهَا + زُبُرٌ تُجِدُ مَا الْقُلاَمُهَا وَجَلاَ السُّيُوْلُ عَنِ الطُّلُوْلِ كَأَنَّهَا اَقُلاَمُهَا اَقُلاَمُهَا وَجَلاَ السَّيُوْلُ عَنِ الطَّلُوْلِ كَأَنَّهَا اَقُلاَمُهَا اَقُلاَمُهَا وَكَامَ مُتُوْنَهَا اَقُلاَمُهَا وَكَامَ هُمَا 'বন্যাস্রোত প্রেয়সীর পরিত্যক্ত ভিটার চিহ্নসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছে। যেন সেগুলি বইয়ের পৃষ্ঠা। কলমসমূহ যার হরফগুলিকে নতুন করে দিয়েছে'।[4]

ফুটনোট

- [1]. আর-রাহীক ৯৩ পৃঃ; বুখারী হা/৪৮৬৩; মুসলিম হা/৫৭৬; মিশকাত হা/১০৩৭। বুখারী হা/১০৭১ (মিশকাত হা/১০২৩)-এ 'জিন ও ইনসান সবাই সিজদা করে' বলা হয়েছে। যার রাবী হলেন ইবনু আববাস (জন্ম : ১১ নববী বর্ষ এবং মৃ. ৬৮ হি.)। কিন্তু ইবনু মাসঊদ (মৃ. ৩২ হি.) বর্ণিত বুখারী (হা/৪৮৬৩) এবং মুসলিম (হা/৫৭৬) বর্ণিত হাদীছে কেবল 'সেখানে উপস্থিত মুস□র্লম ও মুশরিকদের' কথা এসেছে। দু'টি হাদীছের মধ্যে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা তিনি ছিলেন ঘটনার প্রত্যক্ষদশী।
- [2]. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা হজ্জ ৫২ আয়াত।
- [3]. বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা হাজ্জ ৫২ আয়াত দীর্ঘ টীকা ও ব্যাখ্যাসহ; সীরাহ ছহীহাহ ১/১৭১; মা শা-'আ পৃঃ ৬১-৬২।
- [4]. আবুল ফারজ ইক্ষাহানী, আল-আগানী (বৈরূত : ২য় সংস্করণ, সাল বিহীন) ১৫/৩৬০ পুঃ।

করেন। তিনি আরবী কাব্যে নক্ষত্র তুল্য বিবেচিত হ'তেন। ১১৬ বছর বয়সে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং ৪১ হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ১৪৫ অথবা ১৫৭ বছর বয়সে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং ৪১ হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ১৪৫ অথবা ১৫৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুঙ্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তার শ্রেষ্ঠ কবিতা ছিল الكَ بَاطِلُ كُلُ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ করিতা ছিল গাঠে সিজদায় পড়ে যান। কুরআন পাঠের পর তিনি কাব্য রচনা পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, কবিদের উপর ইসলামের প্রভাব যাচাই করার জন্য ওমর ফারুক (রাঃ) তাদের নিকট থেকে নতুন কবিতা আহ্বান করেন। তখন লাবীদ সূরা বাকারাহ্র কয়েকটি আয়াত লিখে পাঠান এবং তার নীচে তিনি লেখেন, تاكم الشاعرية مطلقا 'এই সূর্য কাব্য রচনার বাতিসমূহ একেবারেই নিভিয়ে দিয়েছে'। তবে অনেকে ধারণা করেন যে, ইসলাম কবুলের পর তিনি মাত্র এক লাইন কবিতা বলেছিলেন।- + الحمد لله الذي إذلم يأتني أجلى – 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে, মৃত্যু আমার নিকটে আসেনি। যতক্ষণ না আমি ইসলামের পোষাক পরিধান করেছি'। এজন্যেই তাঁকে জাহেলী কবি বলা হয়। যদিও তিনি ইসলাম কবুলের



পর বহুদিন বেঁচে ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আরবদের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি বলেন, 'পথভ্রস্ট রাজা' (الضليل) ইমরাউল কায়েস। তারপর কে? তিনি বলেন, বনু বকরের নিহত বালক তুরফাহ। অতঃপর কে? তিনি বলেন, এই লাঠিধারী ব্যক্তি। অর্থাৎ তিনি নিজে'। তিনি নিজের দীর্ঘ জীবন সম্পর্কে বলেন, ولقد ستمت من 'আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি জীবন ও তার দীর্ঘতার ব্যাপারে এবং মানুষের এই প্রশ্ন থেকে যে, লাবীদ কেমন ছিল'? =মাওলানা মুহিউদ্দীন, ঢাকা, সাব'আ মু'আল্লাক্কাত আরবী-উর্দূ (ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি) ১৩৬ পৃঃ; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী (২৪তম সংক্ষরণ) ৬৮-৬৯ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5259

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন